মুজিবনগরে ৬ কাঠা জমির কলা হারিয়ে দিশেহারা শরিয়তুল্লাহ

লোকের জমিতে কামলা খেটে দুটো পয়সা জোগাড় করে ৬ কাঠা জমিতে কলার আবাদ করেছিলাম। কার শত্রুতা আমার উপর বুঝতে পারছিনা। আমার তো কোনো সম্পদ নেই। আমার ক্ষতি কেনো করলো। একমাত্র সম্বল ৬ কাঠা জমির কলাক্ষেত হারিয়ে এভাবেই কথাগুলো বললেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের বর্গাচাষী শরিয়তুল্লাহ ওরফে সরন।

রবিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় বাগোয়ান গ্রামের পূর্ব মাঠে শরিয়তুল্লাহ’র ৬ কাঠা জমিতে লাগানো ১৩৬ টি কলাগাছ কেটে তছরুপ করেছে দূর্বৃত্তরা।

শরিয়তুল্লাহ জানান, বিদেশ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছি। আমার মাত্র ১৮ কাঠা জমির মধ্যে পূর্ব মাঠে মাত্র ৬ কাঠা জমিতে কলা আবাদ করেছিলাম। ১৩৬ কলার কাঁদি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অগ্রীম ১০ হাজার টাকা দিয়ে একজন কলা ফঁড়িয়া কিনে নিয়েছিলেন। এখন তো তাকেও সেই ১০ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। আমি এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

প্রবাসীর স্ত্রী নিয়ে উধাও তিন সন্তানের জনক

তিন পরিবারকে পথে বসিয়ে প্রবাসীর স্ত্রীকে শিশু বাচ্ছাসহ ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন। ভ’ক্তভোগী ওই তিনটি পরিবার এখন অভিযুক্ত কালু হোসেনের বিচার দাবীতে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার কল্যাণপুর গ্রামে।

জানা গেছে, করমদী গ্রামের নজিমুদ্দীনের ছেলে কালু হোসেনে প্রায় ২৫ বছর আগে পার্শ্ববর্তি কল্যাণপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়া এলাকার

লাইলী খাতুনের সাথে বিয়ে করে। বিয়ের পর শশুরের দেওয়া জমিতেই ঘর বানিয়ে থেকে যান কালু হোসেন। তার ২ মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো ছোট মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক কালু হোসেন একই গ্রামের কাতার প্রবাসী রহিদুল ইসলামের স্ত্রী এক সন্তানের জননী শুকিলা খাতুন (২৮) এর সাথে পরোকীয়া প্রেমে জড়িয়ে পড়েন। চলতি মাসের ১২ তারিখে তারা অজানার উদ্যেশ্যে পাড়ি জমিয়েছেন।

শুকিলা খাতুনের ভাসুর নাজিমুদ্দীন বলেন, আমার ভাই রহিদুল কাতারে রয়েছেন। সেখান থেকে পাঠানো প্রায় সাড়ে ৫ লাখ টাকা, ৫ ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, টাকা ও স্বর্ণালংকার আমাদের কাছে বিষয় নয়, ৪ বছর ২ মাস বয়সী ভাইস্তি মুস্তাকিমকে তারা হত্যা করতে পারে।

আমার প্রবাসী ভাইয়ের স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছি। মামলার পরে সে মোবাইল ফোনে আমাকে নানাভাবে হুমকী দিচ্ছেন। মামলা তুলে না নিলে তাদের কাছে থাকা ভাইস্তি মুস্তাকিমকে হত্যা করবে বলেও হুমকী দিচ্ছে।

এদিকে কালু হোসেনের স্ত্রী লাইলী খাতুনও তার স্বামী ও পরোকীয়া শুকিলা খাতুনের নামে থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। লাইলী খাতুন বলেন, আমার স্বামী প্রায় ২ বছরে ধরে প্রবাসীর স্ত্রী শুকিলা খাতুনের সাথে পরোকীয়া করে আসছে। এই দুই বছরে সে আমাকে শারীরিক ও মানুষিক নির্যাতন করে আসছে। আমার মায়ের নামে সে ২ লাখ টাকা এনজিও’র কাছ থেকে তুলে নিয়ে আমাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এখন আমি আমার ভাইয়ের বোঝা হয়ে আছি। এনজিওর লোকজন আমার বাড়িতে আসছে টাকা নিতে।

তিনি বলেন, শুধু বাবার এই অপকর্মের কারণে, এখন জামায় আমার মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। ছোট একটা ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে খেয়ে না খেয়ে দিনাতিপাত করছি। তিনি বলেন আমার স্বামী কালু হোসেন ও তার পরোকীয়ার বিরুদ্ধে মামলা করেছি। আমি তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী করছি।

এদিকে শুকিলা খাতুনের দিন মজুর পিতা গোলাম হোসেন বলেন, আমি অনেক কষ্ট করে মেয়েটাকে ভাল ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী এখন বিদেশ আছে। তার কোনো কিছুর অভাব নেই। আমার কাছ থেকে সমিতি থেকে প্রায় ১ লাখ টাকা তুলে নিয়ে গেছে সে। আমি অভিযুক্ত

কালু হোসেনের নামে থানায় মামলা করেছি। আমার মেয়ের সংসার ভাঙার জন্য কালু হোসেনের উপযুক্ত বিচার দাবী করছি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য কাওছার আলী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত মানবিক। ছোট শিশুটি তাদের কাছে রয়েছে। কালু হোসেনেরও তিনটি সন্তান রয়েছে। আমরা স্থানীয়ভাবে তাদের খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছি। তাদের পেলে বিষয়টি নিয়ে বসে একটা সমাধানে আসা হবে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, একটা অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে নয়া প্রতারক চক্রের হানা, বিভিন্ন গ্রামে ভাতা দেয়ার নামে টাকা আদায়

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবন্ধী,বয়স্ক ও বিধবাদের ভাতা কার্ড করে দেয়ার কথা বলে গাংনীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার টাকা নিয়েছে একটি প্রতারক চক্র। সমাজ সেবা অফিস থেকে ভাতার টাকা গ্রহনের কথা বলে ভুক্তভোগীতের হাতে একটি নীল রংয়ের মানি রিসিপ্ট দিয়েছে প্রতারকচক্রটি।

প্রতারক চক্রের দেয়া মানি রিসিপ্ট নিয়ে সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিস থেকে বেশ কয়েকজন টাকা নিতে আসলে প্রতারণার বিষয়টি জানাজানি হয়।

জানাগেছে, ‘বিদেশী সংস্থা সৌদিআরব অনুদানের তালিকা’ নামক একটি নীল রংয়ের ফরম যার রেজিষ্ট্রেশন নাম্বার ২০৮৬৫১, পুরুনের মাধ্যমে গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা গ্রামের রুমিয়া খাতুন নামের এক বৃদ্ধার কাছ থেকে নিয়েছে ৬ হাজার টাকা।

রাইপুর ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রামের হাবিবুর রহমানের মেয়ে আমিনা খাতুনের বিধবা ভাতা এক কালীণ মোটা অংকের টাকা পাইয়ে দেবার কথা

বলে নগদ নিয়েছে ৩ হাজার টাকা এবং ০১৭৪১৪৭৮১৮৮ নাম্বারে বিকাশ নিয়েছে ২ হাজার টাকা, ছাতিয়ান গ্রামের ওমর আলীর ছেলে শাহিনের প্রতিবন্ধী কার্ডের মাধ্যমে এককালীণ মোটা টাকা পাইয়ে দেবার কথা বলে নিয়েছে ৫ হাজার টাকা। এভাবে উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের প্রতারক চক্রটি অসহায় মানুষকে ধোকা দিয়ে হাজার হাজার টাকা নিয়ে অত্নগোপন করেছে। টাকা দেয়া ব্যাক্তিরা সোমবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসে একটি নীল রংয়ের মানি রিসিপ্ট(রশিদ) নিয়ে টাকা নিতে আসেন।

টাকা নিতে আসা বৃদ্ধা রুমিয়া জানান, তিনজন লোক শুক্রবার সকালে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসের কর্মচারী পরিচয়ে আমাদের বাড়িতে যায়। আমাদের ভাতা কার্ড এর মাধ্যমে এককালীণ ২৫ হাজার টাকা পাইয়ে দেবে । যারা আমাদের সদস্যভুক্ত হবে শুধুমাত্র তারাই টাকা পাবে বলে জানালে আমি ধার দেনা করে ৬ হাজার টাকা দিই। আজ সোমবার সকালে সমাজ সেবা অফিসে টাকা নিতে এসে শুনছি এসব ভুয়া কথা।

প্রতারণার শিকার আমিনা খাতুন জানান,একটি নীল রংয়ের ফরম নিয়ে আমাদের বাড়িতে দুইজন লোক যান। তারা গাংনী সমাজ সেবা অফিসের পরিচয়ে বলে সরকার আপনাকে ৩০ হাজার টাকা দিয়েছে।উক্ত টাকা তুলতে হলে ৬ হাজার টাকা জমা দিতে হবে, আজকে না দিলে ওই টাকা পাওয়া যাবেনা। আমি আমার এক প্রতিবেশির কাছ থেকে ধার করে উক্ত টাকা পরিশোধ করি। তারা আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেন এই কাগজটি নিয়ে গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা অফিসে গেলে টাকা পাবেন। তাই আমি টাকা নিতে এসে শুনছি এসব প্রতারণা।

এমন তথ্য জানালেন ছাতিয়ান গ্রামের প্রতিবন্ধী শাহিনের পিতা ওমর আলী। এভাবে একটি সংগবদ্ধ প্রতারক চত্র গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে টাকা তুলে আত্নগোপন করেছে। টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন এমন অনেকেই লজ্জায় মুখ খুলছেন না।

একে একে সমাজ সেবা অফিসে এসে টাকার কথা বলে বিব্রত হয়ে পড়েন সমাজ সেবা কর্মকর্তা।

গাংনী উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা আরশাদ আলী জানান, গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় একটি প্রতারক চক্র মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলার জন্য মাঠে নেমেছে। অনেকেই প্রতারণার শিকার হয়ে টাকা হারিয়েছেন এমন সংবাদ শুনেছি। অনেকেই আমাদের দপ্তরের নাম ভাঙ্গাচ্ছেন। জনগন সচেতন হলে এসব প্রতারণার শিকার হবেনা। কাউকে

টাকা পয়সা দিয়ে প্রতারিত হবেন না। কোন ব্যাক্তি আমাদের নাম করে গ্রামে গেলে সাথে সাথে তাদের আটক করে পুলিশে দেয়ার অনুরোধ করেন।

মেহেরপুরে গাঁজা ও হেরোইনসহ দুই মাদক কারবারী গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এক গ্রাম হেরোইন ও ১০০ গ্রাম গাঁজাসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী আটক করেছে।

আটকরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকার সামসুল আলমের ছেলে সোলাইমান হোসেন (২৬) ও গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে আলমগীর হোসেন (৩২)।

রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১২ টার দিকে সদর থানা পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর শহরের বোশপাড়া এলাকায় সোলাইমান হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করে থানায় নেন। অপরদিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম চেংগাড়া গ্রামের নজরুল ইসলামের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তার ছেলে আলমগীর হোসেনকে আটক করে। আলমগীর হোসেন পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানান পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হেরোইন ও গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় সদর ও গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পৃথক দুটি মামলা দিয়ে আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১২ মামলার আসামি ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেফতার

অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে লালন হোসেন (৩৩) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ৬ বিজিবি বাজিতপুর ক্যাম্প। লালন হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

রবিবার (৩০ অক্টোবর) দিবাগত রাত ৭ টার দিকে সদর উপজেলার বাজিতপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক ১১৯/১০আরএস পিলারের এর নিকট থেকে তাকে গ্রেফতার করে বিজিবি।

৬ বিজিবির বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টহল দল তাকে গ্রেফতার করেন।

অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিজিবির পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় ১৯৭৩ সালের পাসপোটৃ আইনের ৩ ধারায় একটি মামলা দেওয়া হয়েছে। যার মামলা নং ৩৩।

বাজিতপুর বিওপি কমান্ডার এসিও মোকলেছুর রহমান বলেন, সীমান্তের ১১৯/১০ আর এস পিলারের নিকট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে লালনকে গ্রেফতার করে মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে সদর থানার মামলার বাদী সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, গ্রেফতারকৃত লালন হোসেনের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, পাসপোর্ট ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে তার বিরুদ্ধে ১২ টি মামলা রয়েছে।

আজ সোমবার (৩১ অক্টোবর) দুপুরের দিকে লালন হোসেনকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে গরুর শিঙের গুতোয় ১ জন আহত

গরুর শিঙ এর গুতোয় কামরুল ইসলাম (৩৫) নামের এক কৃষক মারাক্তক আহত হয়েছেন। আহত কামরুল ইসলাম গাংনী পৌর শহরের চৌড়াছা গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।

আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) বিকালে গোয়াল ঘরে গরুকে বাঁধতে গিয়ে একটি গরু তাকে শিঙ দিয়ে গুতো মারে। এতে তার দু পায়ের মাঝখানে উরুতে আঘাত লাগে। আহত কামরুলকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন পরিবারের লোকজন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক উপসহকারি মেডিকেল অফিসার (স্যাকমো) সোহাগ আহম্মেদ বলেন তার উরুতে ক্ষত হয়েছে। কামরুলকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

তৌহিদ মুর্শেদ অতুল সভাপতি ও শাহিনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষকদের মাঝে সরকারি মুল্যে ও হয়রানী ছাড়াই সার বিক্রির লক্ষে সরকার অনুমোদিত খুচরা সার ব্যবসায়ীদের উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

উপজেলার বিভিন্ন খুচরা সার ব্যবসায়ীদের নিয়ে সাহাবাটি বাজারে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভা শেষে সরকারি নিয়মে সার বিক্রির পাশাপাশি এবং কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিতে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য ও সাহারবাটি চারচারা

বাজারের খুচরা সার ব্যবসায়ী তৌহিদ মুর্শেদ অতুলকে সভাপতি ও শাহিনুল ইসলাম শাহিনকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন শেষে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা খুচরা সার ব্যবসায়ী কমিটির নব নির্বাচিত সভাপতি ত্যেহিদ মুর্শেদ অতুল। বক্তব্য রাখেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শাহিনুল ইসলাম শাহিন,সহ সভাপতি খাজা মইনুদ্দিন লিটন।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মমতাজ উদ্দিন,জহিরুল ইসলাম কাল। কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন নাজমুল সালেহীন ও অর্থসম্পাদক হয়েছেন ইসলামুল হক। উপজেলায় প্রায় ৯০জন সরকার অনুমোদিত খুচরা সার বিক্রেতা রয়েছেন। সকলের সম্মতিতে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি প্রকাশ করা হয়।

মুজিবনগরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” “হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক সাথে” এই এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামে সৌরভ-১ মহিলা সমিতির আয়োজনে, জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং হাত ধোয়া দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা উনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ইউনিটি ম্যানেজার আলাউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায়, মুজিবনগর উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন । তিনি বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে অন্যান্য সম্পদের মত বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব । বিশ্বের

বিভিন্ন দেশে বর্জ্য সমস্যা নয়, বরং বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বেশীরভাগ অসুখ থেকে সুরক্ষা পেতে প্রযোজ্য সময়ে যথাযথভাবে দুই হাত ধোয়া অপরিহার্য।

আলোচনাশেষে উপস্থিত নারী অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ঘরবাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আরো গুরুত্ব দেবেন। পাশাপাশি বর্জ্যগুলোকে লাভজনক সম্পদে পরিণত করবেন বলে জানিয়েছেন ।

অনুষ্ঠানশেষে পুরন্দরপুর গ্রামের সাধারণ নারী, পুরুষ ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি শোভাযাত্রা কর হয় । শোভাযাত্রায় ” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” এবং “হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই” শ্লোগান প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটরিং অফিসার নাহিদ ফাতেমা তামান্নার সহায়তায় যথাযথভাবে হাতধোয়া প্রদর্শন করা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা, সিডিও বিপ্লব সহ সৌরভ-১ মহিলা সমিতির সদস্যাবৃন্দ এবং এলাকার নারী পুরুষ ও স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মেহেরপুরে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী পুলিশ ক্যাম্প অভিযান চালিয়ে ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে। হারুন মন্ডল মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর গ্রামের রাফাতুল্লাহর ছেলে।

বারাদী পুলিশ ক্যাম্পের টুআইসি এএসআই সিদ্দিকুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে হারুন মন্ডলকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলের বিরুদ্ধে ২৩/১৭ নং মামলায় আদালত ৬ মাসের সাজা দিয়েছেন। রায় হওয়ার পর তিনি পলাতক ছিলেন।

গ্রেফতারকৃত হারুন মন্ডলকে আজ রবিবার দুপুরের দিকে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানান ওসি রফিকুল ইসলাম।

মেহেরপুর সীমান্তে ২ টি ভারতীয় মহিষসহ একজন আটক

২ টি ভারতীয় মহিষ ও একটি আলগামনসহ আনোয়ার হোসেন (৩০) নামের এক চোরাচালানীকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

আটক আনোয়ার হোসেন মেহেরপুর সদর থানার সীমান্তবর্তি দক্ষিণ শালিকা গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

শনিবার বিকালে সীমান্তবর্তি বারাকপুর গ্রামের জনৈক জসিমের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে তাকে মহিষসহ আটক করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শাকিল খানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে এ অভিযান চালান।

এঘটনায় সদর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে চোরাচালানী আনোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি) এর ১(বি)/২৫ (ডি) ধারায় একটি মামলা হয়েছে। মামলা নং ৩১, তারিখ ২৯/১০/২০২২ ইং।

আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আটক আনোয়ার হোসেনকে আজ রবিবার (৩০ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।